গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা | ২৮ মার্চ - ৩ এপ্রিল ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

অভয়ার ন্যায়বিচার ও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের দাবিতে
চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও নাগরিকদের সিবিআই দফতর অভিযান

আর জি কর-এর চিকিৎসক-ছাত্রীর খুন ও ধর্ষণের ঘটনার দ্রুত বিচার এবং সঞ্জয় রায় ছাড়াও এই ঘটনায় জড়িত অন্য অপরাধীদের নামে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের দাবিতে ২৪ মার্চ সিবিআই দফতরে বিক্ষোভ দেখাল চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম, নার্সেস ইউনিটি সহ নানা নাগরিক সংগঠন। এক প্রতিনিধিদল সিবিআই দফতরে স্মারকলিপি দিয়ে তদন্তের কাজ অতি দ্রুত শেষ করার দাবি জানিয়ে বলেন, তথ্য-প্রমাণ লোপাট সহ এই খুনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত দোষীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, ডাঃ সজল বিশ্বাস, সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জী প্রমুখ।

কবর খোঁড়া ছাড়া আর কোনও সম্বল নেই বিজেপির

এ বার বিজেপি পড়েছে মুঘল সম্রাট অওরঙ্গজেবের সমাধি নিয়ে! ১৭ মার্চ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং আরএসএস-বিজেপির মদতপুষ্ট কিছু সংগঠন হঠাৎ নাগপুরে ৩০০ বছরের বেশি আগে মৃত এই মুঘল সম্রাটের সমাধির প্রতিরূপ এবং একটি সবুজ চাদর পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাদের দাবি, মহারাষ্ট্রের অওরঙ্গাবাদ জেলার খুলতাবাদে অওরঙ্গজেবের সমাধি অপসারণ করতে হবে।

এদের উস্কানিমূলক বক্তব্য ও সংখ্যালঘুদের প্রতি উগ্র বিদ্বেষমূলক আচরণের ফলে নাগপুর শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এতে হিন্দু-মুসলমান বহু সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয়েছে। এই দাঙ্গার পক্ষে সাফাই গেয়ে রাজ্যের বিজেপি জোটের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেছেন, ছত্রপতি শিবাজির পুত্র সম্ভাজিকে কেন্দ্র করে নির্মিত সিনেমা 'ছাওয়া' দেখে মানুষের আবেগ উথলে ওঠায় তা সামলানো যায়নি। কিন্তু এই আবেগ তোলার কাজটা করেছে কে? মহারাষ্ট্রে বিজেপি জোট সরকারই নয় কি? শুধু তাই নয়, বিজেপি এমএলএ প্রবীণ দাতকে পর্যন্ত বলেছেন, পুলিশ সময়মতো হস্তক্ষেপ করলে এই দাঙ্গা এড়ানো যেত।

কিন্তু বিজেপির 'মহাযুতি সরকার' আদৌ এই দাঙ্গা বন্ধ করতে চেয়েছিল কি? চাইবে কী করে? মাত্র কয়েক মাস আগে টাকার থলি আর কেন্দ্রীয় সরকারের ইডি সিবিআইয়ের মতো এজেন্সিগুলোর চোখ রাঙানির জোরে শিবসেনা এবং এনসিপিকে ভেঙে মহারাষ্ট্রের রাজ্য সরকারের গদি দখল করেছে বিজেপি। সেই সময় তারা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কোনওটিই পূরণ করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা তাদের নেই। একেবারে শুরু থেকেই এই সরকারের জোটসঙ্গীদের মধ্যে প্রবল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে। ফলে 'লাডলি বহিন যোজনা'ই হোক কিংবা অন্য প্রতিশ্রুতিগুলিই হোক, তা পূরণ করতে সরকার অপারগ। বিজেপি, শিবসেনা, কংগ্রেস, এনসিপি—এরা সকলেই নানা সময়ে মহারাষ্ট্রে রাজ্য সরকার চালিয়েছে। তারা প্রত্যেকেই বৃহৎ

দুয়ের পাতায় দেখুন

গাজায় পৈশাচিক হত্যালীলা
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট ইহুদিবাদী ইজরায়েলের

শিশুকন্যার নিথর দেহ বুকে চেপে ধরে শেষবারের মতো বাবার আদর, কিশোর পুত্রের মৃতদেহে মুখ গুঁজে মায়ের হাহাকার— খবরের কাগজ আর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকা গাজার মর্মান্তিক ছবিগুলি সহ্যের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। অথচ বিনা দ্বিধায় গত ১৮ মার্চ থেকে প্রতিদিন প্যালেস্টাইনের নিরীহ সাধারণ মানুষকে বোমার আঘাতে আবার ছিন্নভিন্ন করে চলেছে উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েল। পাশে আশীর্বাদের হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। এ বারের আক্রমণে এক দিনেই নিহত হয়েছেন গাজার পাঁচশো মানুষ, যার একটা বড় অংশ ফুলের মতো শিশুরা। দারাজ, গাজা ও রাফা শহরের বিভিন্ন স্কুল, যেগুলি ত্রাণশিবির হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, বোমা ফেলে সেগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে ইজরায়েলি যুদ্ধবিমান। হাসপাতালগুলিকেও রেহাই দেয়নি তারা।

গাজার এই ধ্বংসস্তূপ আর সর্বস্ব হারানো মানুষের আর্তনাদের বুক চিরে যে সত্যটি বেরিয়ে আসছে, তা হল— এ আসলে কোনও যুদ্ধ নয়, এ হল সাম্রাজ্যবাদের একতরফা পৈশাচিক বর্বরতা। ২০২৩-এর অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইজরায়েলের এই ধ্বংসলীলায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ৫০ হাজারেরও বেশি প্যালেস্টিনীয়। মৃত শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। আমেরিকার তৈরি হাজার হাজার পাউন্ডের বোমা প্যালেস্টিনীয়দের কবরস্থানে পরিণত করেছে গাজা ভূখণ্ডকে। ধ্বংস করেছে সেখানকার গোটা অর্থনীতি।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েলের আগ্রাসনে ঘর হারিয়ে

সাতের পাতায় দেখুন

গাজায় সাম্রাজ্যবাদী হত্যালীলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। এসপ্ল্যানেড। ২২ মার্চ

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি • শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও হুমকি সংস্কৃতি • বেকারি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি রদ এবং সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি ও তার কার্বন কপি রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল • কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে সার, বিদ্যুৎ, ফসলের ন্যায্য মূল্য, সহজ শর্তে ঋণ সহ উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা • নয়া বিদ্যুৎ নীতি ও স্মার্ট মিটার বাতিল • সমস্ত বেকার ও খেতমজুরদের কাজ • অভয়া এবং মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় নিগৃহীত ছাত্রীদের ন্যায়বিচারের দাবিতে

৩ এপ্রিল

জেলায় জেলায়

আইন অমান্য

* * *

কলকাতায়

বিক্ষোভ মিছিল

বিধানসভায় শিক্ষা নিয়ে বিতর্কে শিক্ষাই থাকল না

রাজ্য বিধানসভায় শিক্ষা দফতরের বাজেট বিতর্কে কোনও বিতর্ক দেখা গেল না। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের মতামত না নিয়েই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ করছে, ৩ বছরের পরিবর্তে ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করার ফরমান দিয়েছে। অথচ পরিকাঠামো বৃদ্ধির জন্য কোনও আর্থিক অনুদান দিচ্ছে না, খসড়া ইউজিসি রেগুলেশন-২৫ ঘোষণা করে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমেত সমগ্র উচ্চশিক্ষার উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে ইত্যাদি বিষয়ের উপর কোনও বিতর্ক হল না। অন্যদিকে বিধানসভার শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে স্কুলছুট বাড়ছে, উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী প্রতি বছর কমছে, কলকাতা-যাদবপুর সমেত রাজ্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, রেজিস্ট্রার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থায়ী নিয়োগ না হওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এ সব কোনও বিষয়ে শাসক তৃণমূল বা বিরোধী বিজেপি বিধায়করা আলোচনার কোনও প্রয়োজন বোধ করলেন না। বিজেপি বিধায়করা আগামী ভোটের দিকে তাকিয়ে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মেতে রইলেন। তৃণমূল বিধায়করা কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি রাজ্যে কীভাবে ক্ষতি করছে তার উল্লেখ করলেন না। উভয় দলের দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী। এর তীব্র নিন্দা করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তরুণ নস্কর।

চাকদহ কলেজে টিএমসিপি-র হামলা

মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় ছাত্রীদের উপর ভয়াবহ পুলিশি অত্যাচারে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়ে 'মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা চিঠি'র প্রচার চলছে রাজ্যের সর্বত্র। ১৮ মার্চ চাকদহ কলেজের গেটে প্রচার চলাকালীন তৃণমূলের পাঁচ-ছয় জন দুষ্কৃতী আচমকাই এআইডিএসও কর্মী সুরজিৎ সরকারকে বুকে জোরে ঘুষি মারে এবং ছাত্রী সাগরিকা দাস ও শমিতা বিশ্বাস সহ বাকিদের হাত থেকে প্রচারপত্র কেড়ে নেয়, কটূক্তি করে। ছাত্রকর্মীরা এই গুন্ডামির বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে চাকদহ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ প্রথমে অভিযোগ নিতে চায়নি। পুলিশ শাসকদলের নেতার মতো বলতে থাকে, বিনা অনুমতিতে কলেজ গেটে প্রচারপত্র বিতরণ করে এআইডিএসও-ই অপরাধ করেছে। যদিও ছাত্রদের অনমনীয় দৃঢ়তায় নতিস্বীকার করে পুলিশ শেষ পর্যন্ত অভিযোগ নিতে বাধ্য হয়।

কমরেড সদানন্দ বাগলের জীবনাবসান

রাজ্য কমিটির পূর্বতন প্রবীণ সদস্য, শিক্ষক তথা গণআন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড সদানন্দ বাগলের জীবনাবসান ঘটে ২২ মার্চ, ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। ওই দিন তাঁর মরদেহ দলের কেন্দ্রীয় অফিসে আনা হলে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ মাল্যদান করেন। পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড স্বপন ঘোষ ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

এরপর মরদেহ উত্তর ২৪ পরগণার শ্যামনগর অফিসে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত, কমরেড গোপাল বিশ্বাস এবং জেলার নেতা-কর্মীরা শ্রদ্ধা জানানোর পর শ্যামনগরেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

৫ এপ্রিল ব্যারাকপুর সুকান্ত সদনে তাঁর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখবেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, সভাপতিত্ব করবেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

কমরেড সদানন্দ বাগল লাল সেলাম

কবর খোঁড়াই সম্বল বিজেপির!

একের পাতার পর

ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিদের বিপুল কর ছাড়, বিনা পয়সায় জমি, শিল্পের নামে নানা খাতে টাকা পাইয়ে দেওয়ার মতো কাজ করতে করতে মহারাষ্ট্রকে ঋণের ফাঁসে জড়িয়েছেন। এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্র সরকারের ঋণ সাড়ে ৮ লক্ষ কোটি টাকা। ফলে সরকারের অতি প্রয়োজনীয় কাজেরও টাকা নেই। বিস্তীর্ণ এলাকায় সেচের জল, পানীয় জলের আকাল। চাষির আত্মহত্যায় মহারাষ্ট্র দেশের মধ্যে প্রথম। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ। মারাঠওয়াড়া এলাকার সরপঞ্চ দেশমুখের খুনের প্রতিবাদে বিদ এবং প্রভানী জেলায় প্রবল জনরোষ এবং আন্দোলনের ফলে সরকারের মুখরক্ষায় মন্ত্রী ধনঞ্জয় মুণ্ডেকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। থানে জেলার স্কুলে শিশুকন্যাদের ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনাকে চাপা দিতে পুলিশের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে জনরোষ ফেটে পড়েছে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভকে বিপথগামী করার যে রাস্তাটা সব শাসক ভাল চেনে, মহারাষ্ট্রের বিজেপি জোটও সেই রাস্তাতেই হাঁটছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিস সহ অন্য মন্ত্রীরা বিশেষত মন্ত্রী নীতেশ রানে একের পর এক সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্য করে চলেছেন।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধেও গণবিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। কৃষকরা নতুন করে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নতুন শ্রমকোড, বিদ্যুৎ আইন, শিক্ষানীতি—সমস্ত ক্ষেত্রেই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। এর থেকে মানুষের চোখ ঘোরাতেই কখনও সিনেমা, কখনও অন্যকিছুর জিগির তুলে দেশজুড়ে প্রবল উগ্র হিন্দুত্বের সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে বিজেপি। আবার পশ্চিমবঙ্গের মতো যে রাজ্যে তারা ক্ষমতায় নেই সেখানেও বিজেপির নিজেদের স্বপক্ষে ভোট চাইবার কোনও গণতান্ত্রিক হাতিয়ার নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বলতে হচ্ছে বিজেপি জিতলে মুসলিম বিধায়কদের চ্যাং দোলা করে ছুঁড়ে ফেলে দেব! আরএসএস প্রধানকে পশ্চিমবঙ্গে ডেকে এনে হিন্দুত্বের হাওয়া তোলার চেষ্টা করতে হচ্ছে। এতগুলি এমএলএ নিয়েও কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেসের জনবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে বাংলায় কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরা বা জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কর্মসূচি নিতে পারছে না কেন তা মানুষকে ভাবাচ্ছে। আসলে বিজেপি আজ আদর্শগত-চিন্তাগত-রাজনৈতিক দিক থেকে এতটাই দেউলিয়া যে তাদের কার্যত কোনও কিছু বলবার নেই। তাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। ফলে মুসলিম বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও দেশপ্রেমের নামে সমস্ত বিরোধী কণ্ঠস্বরকে গলা টিপে মারার চেষ্টা ছাড়া জনগণকে বিজেপির আজ কিছুই দেওয়ার নেই।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি এখন জনগণের দুঃস্বপ্নের রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। তাদের আদর্শগত অভিভাবক আরএসএস-ও এক সময় শৃঙ্খলা এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক-জাতীয়তাবাদী বুলি দিয়েও কিছু সৎ মানুষকে টানতে পারত, আজ তাদেরও সেই ক্ষমতা নেই। আরএসএস যে পুরোপুরি টাকার থলির কাছে আত্মসমর্পণ করা একটি সংগঠন তা তাদের নেতাদের চারপাশে ভিড় করে থাকা ধান্দাবাজ ক্ষমতালোভীদের দেখে মানুষ অনেকটাই ধরতে পারছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপিকে আরও বেশি বেশি করে উগ্র সাম্রদায়িক রাস্তা নিতে হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে যে 'ছাওয়া' সিনেমাটি নিয়ে এত হইচই, যার নায়ককে ঘিরে আবেগ থেকে নাকি একেবারে ৩০০ বছরের ইতিহাসই মুছে ফেলতে চাইছে বিজেপি-আরএসএস— তার নায়কটিকে দেখা যাক। প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, কোনও গল্প-উপন্যাস, সিনেমা ইত্যাদি ইতিহাস নয়। এগুলিকে ইতিহাস আশ্রিত বলে কেউ দাবি করলেই তা ইতিহাসের প্রকৃত ছবি হয়ে ওঠে না। ছত্রপতি শিবাজির পুত্র সম্ভাজিকে নিয়ে মারাঠা লেখক শিবাজি সাওন্তের উপন্যাস এবং তার থেকে তৈরি সিনেমাটি যে ইতিহাসের কোনও ধার ধারেনি, তা যে কোনও ইতিহাসবোধ সম্পন্ন মানুষ বুঝবেন। এই সিনেমার কারিগরদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে ব্যবসা করা, সে কাজটিতেই তাঁরা নজর দিয়েছেন। অথচ ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার এমনকি আরএসএস-এর পরম পূজ্য বিনায়ক দামোদর সাভারকর পর্যন্ত এই সম্ভাজিকে বদরাগী, দুশ্চরিত্র, অপদার্থ ইত্যাদি বলেছেন। এমনকি পিতা শিবাজির সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ও মোগল সেনাপতি দিলির খাঁর সঙ্গে হাত মেলানোর কথাও ইতিহাসেই আছে। যে কারণে পরে পেশোয়ারা শক্তিশালী হলেও মহারাষ্ট্রে সম্ভাজি বীর হিসাবে পূজিত হননি।

যদিও আধুনিক ইতিহাস পাঠের মাপকাঠিতে সামন্তী যুগের কোনও শাসককেই একমাত্রিক বিচার করা যায় না। একজনের সব ভালো আর অপরের সব খারাপ এ ভাবে ইতিহাস লিখতে যাওয়াই চলে না। ঠিক এই কারণেই মুঘল সম্রাট অওরঙ্গজেব সম্বন্ধেও একমাত্রিক এবং তাঁর ধর্মপরিচয় ভিত্তিক বিচার চলে না। কিন্তু বিজেপির এখন প্রয়োজন ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করে মুসলমান মাত্রেই চরম খারাপ বলে তুলে ধরা। তাদের দরকার এখন তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো। এ কারণেই হঠাৎ করে অওরঙ্গজেবের কবর নিয়ে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। যদিও বিগত ৩০০ বছরে ওই কবরে সম্রাটের সব হাড়ই মাটিতে মিশে যাওয়ার কথা। তার উপরের সৌধটিও মুঘলদের তৈরি নয়। অওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন তাঁর সমাধি হবে অনাড়ম্বর। ফলে সম্রাটকে যখন কবরস্থ করা হয় সেখানে কোনও সৌধ তৈরি হয়নি। পরে ব্রিটিশ আমলে হায়দরাবাদের নিজাম এটি তৈরি করেছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই সমাধি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের অধীনে একটি হেরিটেজ সাইট। এখানে হামলার ঘটনা দেখেও সরকার চোখ বুঁজে থাকল কী করে? দাঙ্গাবাজদের প্রতি প্রশ্রয়ের মনোভাব ছাড়া তা হতে পারত কি? মনে পড়ে যায় তালিবানের হাতে ধ্বংস হওয়া বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তি, বিজেপি-আরএসএস বাহিনীর হাতে ধ্বংস হওয়া অযোধ্যার বাবরি মসজিদের কথা। কোনও মতবাদ, কোনও শাসকের ভূমিকা কারও অপছন্দ হতেই পারে, কিন্তু তার ইতিহাস-সিদ্ধ ভূমিকাকে গায়ের জোরে মুছে দেওয়ার চেষ্টা যারা করে তাদের সভ্যতার শত্রু ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় কি? স্মরণ করা ভাল, কিছু দিন আগে জাতির অভিভাবক সাজার চেষ্টায় আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত বলেছিলেন, আর কোনও মসজিদের নিচে মন্দির খুঁজব না আমরা! কিন্তু তাঁদের পরিস্থিতি যা তাতে বোঝা যাচ্ছে এই কবর খোঁড়ার রাজনীতি ছাড়া অন্য সম্বল নেই তাদের।

নাগপুরের সাম্প্রতিক দাঙ্গা প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি)-র মহারাষ্ট্র রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অনিল ত্যাগী ২১ মার্চ এক বিবৃতিতে দাবি জানিয়েছেন, হাইকোর্টের কর্মরত বিচারপতিকে দিয়ে এই দাঙ্গার তদন্ত করতে হবে। দলের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-জাত নির্বিশেষে খেটেখাওয়া মানুষের ওপর পুঁজিপতি শ্রেণি ও তাদের সেবাদাস সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

মার্ক্সবাদের আগে শোষণমুক্তির রাস্তার সন্ধান কেউ দিতে পারেনি

শিবদাস ঘোষ

লড়াই এ দেশে অনেক হয়েছে, আপনারা যারা আরও বহুদিন বাঁচবেন, লড়াই তাঁরা চান বা না চান, লড়াই তাঁদের অনেক বার প্রত্যক্ষ করতে হবে। লড়াই আসবে, মার খাওয়া মানুষগুলো, নেতৃত্ব দেওয়ার লোক না থাকলেও, একটা সময়ের পর নিজেরাই বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, তাদের মধ্যে থেকেই একটা যেমন তেমন নেতৃত্ব এসে যাবে। কিন্তু, যেমন তেমন নেতৃত্ব যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যায়, তার দ্বারাও শেষপর্যন্ত কিছু হয় না। তাদের আবার মার খেতে হয়, আবার হতাশা আসে, আবার বিভ্রান্তি আসে।

এই হতাশা ও বিভ্রান্তির আসল কারণ হল, আমাদের দেশের মূল সমস্যা যা, তা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক, মতাদর্শগত, নীতিগত প্রশ্ন আজও অপরিষ্কার রয়ে গেছে। এখনও তা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। জনসাধারণের মঙ্গল করতে হবে, দেশের অগ্রগতি ঘটাতে হবে, এ সমস্ত কথাগুলোই ঠিক। সকলেই এ কথা বলছে। আজকালকার দিনে মানুষ যেমনভাবেই হোক, সঠিক ভাবে না হলেও খানিকটা ভাবছে, কথা বলছে। গ্রামের চাষি-মজুর যাদের আগে মানুষ বলেই গণ্য করা হত না, তারাও তাদের মতো করে মাথা ঘামাচ্ছে। এ রকম অবস্থায় চাষি-মজুরের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য নানা মনভোলানো পরিকল্পনা বা উগ্র স্লোগান প্রত্যেকেই দিচ্ছে; যার যেমন না দিলে আজকালকার দিনে আর কেউ রাজনৈতিক দল হিসাবে জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব বা প্রভাব বজায় রাখতে পারছে না। তাই এ সব কথা সব দলই বলছে। কিন্তু, শুধুমাত্র এর দ্বারা আমাদের দেশের মূল সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শগত এবং নীতিনৈতিকতা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত ধারণা প্রয়োজন, তা পরিষ্কার হয় না। অর্থাৎ, মূল যে কথাটা অপরিষ্কার থেকেই যায়, তা হল, ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সমাজব্যবস্থায় আমরা বসবাস করছি, সেটা কোন নিয়মের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় এল। এটা তো একদিনে হঠাৎ করে আসেনি। স্তরে স্তরে সমাজ পরিবর্তিত হতে হতে এ জায়গায় এসেছে। তার একটা ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম আছে। সেই নিয়মটি কী? দ্বিতীয়ত, ভারতের বর্তমান সমাজব্যবস্থার চরিত্র কী? ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ কী? রাষ্ট্রের চরিত্র কী? সর্বোপরি, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে কী সেই নৈতিকতা ও আদর্শবাদ যা ভারতবর্ষের জনগণের মানসিকতাকে পরিচালিত করছে? সেটা কি সমাজ পরিবর্তনের পরিপূরক অবশ্যপ্রয়োজনীয় নৈতিকতা ও আদর্শবাদের ধারণা? এইগুলো যদি আমাদের জানা না থাকে, যদি বিভ্রান্তি থাকে, যদি এ সম্পর্কে নানা মনগড়া তত্ত্ব থাকে, অনৈতিহাসিক তত্ত্ব এবং ধারণা থাকে, আর সেই ধারণার উপরই আমরা যদি গায়ের জোরে বিষয়গুলো বুঝতে চাই, কিংবা সমাজটাকে পাল্টাতে চাই, সমস্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করতে চাই— তবে তা কি সম্ভব? না, তা সম্ভব নয়। অথচ, আমাদের দেশে সমাজ পরিবর্তনের নামে হচ্ছেও ঠিক তাই।

অনেকেই বলছেন, মানুষের জীবনের সমস্যাগুলো এই সমাজ থেকে, বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা থেকে জন্ম নিচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, না, তা নয়। তাঁরা আবার সব নানা মনগড়া তত্ত্ব চালাবার চেষ্টা করছেন। সে যাই হোক, যাঁরা সমাজব্যবস্থাকেই সমস্যার মূল কারণ হিসাবে বলছেন, তাঁরাও কিন্তু তা ভাসাভাসা ভাবে বলছেন, অত্যন্ত সাধারণভাবে বলছেন। এইসব ভাসাভাসা কথা দিয়ে হবে না। বুঝতে হবে, কী সেই সমাজ এবং কী ভাবে সেই সমাজ থেকে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। এটা যদি জানা যায়, তবেই কী ভাবে সেই সমাজকে পরিবর্তিত করতে হবে, তার জন্য তাকে আঘাত কোথায় দিতে হবে, সেটাও ভাল ভাবে বোঝা যাবে।

যাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভারতে বর্তমানে যে সমাজকাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে, যে রাষ্ট্রব্যবস্থাটি টিকে আছে, তার থেকেই সমস্ত সমস্যার জন্ম হচ্ছে, যাঁরা এটাকে বিপ্লবের মারফত পরিবর্তিত করতে চান, দ্রুত আমূল পরিবর্তন আনতে চান, বিপ্লবের দায়িত্ব সত্যিই পালন করতে চান, বিপ্লবের কথা বলে মানুষকে খানিকটা গরম করে দিয়ে ভোলাতে বা বিভ্রান্ত করতে চান না, তাঁদের প্রথমেই যেটা বিচার করে বুঝে নিতে হবে, তা হচ্ছে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আর কোনও প্রগতিশীল ভূমিকা আছে, নাকি তা নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে বর্তমান ব্যবস্থাটা প্রগতির দ্বার রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে? এই সমাজব্যবস্থাটার চরিত্র কী? সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থান কী? বিপ্লবের মারফত কাকে উচ্ছেদ করতে হবে, কাকে বসাতে হবে? দ্বিতীয়ত, যে প্রশ্নটা আসে, তা হল, সমাজব্যবস্থাটা কী ভাবে পাল্টাবে? তার রাস্তাটা তো আমার আপনার মনগড়া ধারণার দ্বারা নির্ধারিত হবে না।

আগেই বলেছি, সমাজ পাল্টাবার একটা ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত রাস্তা আছে। এই রাস্তাটার হদিস প্রথম মানুষকে দিয়েছে মার্ক্সবাদ। আবার, আজকের যুগে, অর্থাৎ, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থার যুগে, আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের যুগে যাঁরাই নিজেদের মার্ক্সবাদী বলেন, তাঁরা মার্ক্সবাদের সঙ্গে লেনিনবাদ কথাটা যুক্ত করে বলেন যে, এযুগে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদই হচ্ছে সমাজবিপ্লবের একমাত্র হাতিয়ার। এই হাতিয়ার কথাটার অর্থ কামান-বন্দুক-পিস্তল-বোমা নয়, এ তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই হাতিয়ারটি আয়ত্ত করতে পারলে জনসাধারণের মধ্যে চেতনার এমন মান, এমন তেজ, এমন সংগঠন শক্তি, এমন পরিকল্পনা শক্তি দানা বেঁধে ওঠে, যার জোরে শোষিত মেহনতি মানুষ দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালাতে পারে— কামান-বন্দুকের পাহাড় জমা করে যারা শোষিত মানুষের লড়াইকে বাধা দিতে আসে, তারা তার হদিস পায় না।

তাই মার্ক্স থেকে শুরু করে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ সকলে একবাক্যে বলেছেন, সর্বহারার হাতে, শোষিত মানুষের হাতে অ্যাটম বোমা, নাপাম বোমার চেয়েও শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ। কারণ, এই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদই মানুষকে জানতে ও বুঝতে শেখায় তার জীবনের সত্যিকারের সমস্যাগুলোকে, সেই সমস্যাগুলোর চরিত্র ও মূল কারণকে। অন্য সমস্ত মতবাদ শুধু কথার বাঁধুনি দিয়ে, সুললিত ভাষা ও ভঙ্গি দিয়ে, মিষ্টি মধুর কথা ও স্লোগানের আড়ালে মানুষের জীবনের আসল সমস্যাগুলোকে চাপা দিতে ব্যস্ত, মানুষের দৃষ্টিকে বিপথগামী করতে ব্যস্ত। এদের কাজ হল, যা সত্য নয়, তাকেই সত্য বলে বুঝিয়ে মানুষকে নিরস্ত্র রাখার চেষ্টা করা। আর, কোথায় রোগ, কোথায় সমস্যার মূল কারণ নিহিত এবং এই সমাজ যেটা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে সেই পরিবর্তনের নিয়ম কী, তা ধরতে ও বুঝতে শেখায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ।

এই নিয়মকে জানতে পারলেই একমাত্র মানুষের পক্ষে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামকে সঠিক রাস্তায় পরিচালনা করা সম্ভব। যেমন, একজন বিজ্ঞানী প্রকৃতির কোনও শক্তিকে তখনই বশীভূত করতে পারে, যখন প্রকৃতির কোন কার্যকলাপ কোন নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই অন্তর্নিহিত নিয়মকে সঠিক ভাবে সে আবিষ্কার করতে পারে, জানতে পারে এবং বুঝতে পারে। যখন এই পরিবর্তনের নিয়মকে সঠিক ভাবে বোঝা সম্ভব হয়, তখনই একমাত্র সেই পরিবর্তনের ধারায় এবং পরিবর্তনের নিয়মকে মেনেই প্রকৃতির শক্তি, বস্তুর শক্তি, বা সমাজকে, মানুষ নিজের প্রভাব বিস্তার করার দ্বারা, তার কর্মের দ্বারা পরিবর্তিত করতে পারে। তার আগে পর্যন্ত পরিবর্তন করবার, সমাজের অবস্থা বদলাবার, মানুষের অগ্রগতি ঘটাবার সমস্ত চিন্তাই হল নিছক কল্পনা, ব্যক্তির নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত মনগড়া ধ্যানধারণা। এর দ্বারা লোকঠকানো হয়, মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার অপচয় হয়, সমস্ত লড়ালড়ি মিথ্যা হয়, তার দ্বারা সমাজ পরিবর্তিত হয় না। এই সত্যটা মানুষের সামনে মার্ক্সবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিজ্ঞানই সর্বপ্রথম তুলে ধরেছে।

মার্ক্সবাদ আসার আগে পর্যন্ত মানুষের অবমাননা কেন ঘটছে, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার কেন ঘটছে, মানুষের মধ্যে কেন নীচতা-হীনতা দানা বাঁধছে— এ সব নিয়ে যাজক-পুরোহিত সম্প্রদায়, সাধুসন্ন্যাসী, ধর্মপ্রচারক থেকে শুরু করে বড় বড় চিন্তাশীল বহু মানুষ ভেবেছেন, এ সব হটাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষকে দুর্দশা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে বিপ্লব অবশ্য প্রয়োজন, সেই বিপ্লবের রাস্তার তাঁরা সন্ধান দিতে পারেননি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজতন্ত্রের কথাও বলেছেন। কিন্তু সেগুলো হয় কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, না হয় একটা স্থূল সমাজবাদী ধারণা, একটা মধুর কল্পনা যে সব মানুষ সমান হয়ে যাবে, সবাই একই রকম খাবে-পরবে। অর্থাৎ, সব মানুষকে সমান করে দিতে হবে, সব ঈশ্বরের সন্তান, এমন একটা চিন্তা তাঁদের মধ্যে কাজ করেছে। সমাজতন্ত্রের নামে, মানুষের কল্যাণ করার নামে এই রকম একটা অবাস্তব, অনৈতিহাসিক, অবৈজ্ঞানিক, কাল্পনিক মধুর স্বপ্ন তুলে ধরে, তাই নিয়ে কিছু লোক অনেক হৈ চৈ করেছে, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। মানুষের অবস্থা, সমাজের অবস্থা তারা পাল্টাতে পারেনি। কারণ, সমাজের চলবার নিয়ম, সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম— এ সব কিছুই তারা জানত না, এগুলো প্রথম সঠিকভাবে জানিয়েছে মার্ক্সবাদী বিজ্ঞান।

সমাজের অগ্রগতি এবং পরিবর্তনের ধারা কী, মজুর কেন সৃষ্টি হল, কী ভাবে সৃষ্টি হল, কী পদ্ধতিতে পুঁজিবাদ এল, কী পদ্ধতিতে তার ক্ষয় ধরেছে— সেই পদ্ধতি বা নিয়মগুলো না জানতে পারলে এবং সমাজব্যবস্থার যে দিকগুলো খালি চোখেই দোষের বলে দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে কিছু হাকিমি-টোটকা দিয়ে সারাবার চেষ্টা করা হলে রোগ সারবে না। রুগি মারা যাবে। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে রোগ চিকিৎসার উপায় হল, রোগের কারণ নির্ণয়। তা হলে, সমাজের সমস্যাগুলোর মূল কারণটাকে জানতে হবে। জানতে হবে, সমাজ পরিবর্তনের বাস্তব নিয়ম কী কাজ করছে লোকচক্ষুর আড়ালে। সমাজের মধ্যে, সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত নিয়ম, অর্থনীতির মধ্যে নিহিত নিয়ম, রাষ্ট্রনীতির বিকাশের মধ্যে নিহিত নিয়ম— এই নিয়মগুলিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই মার্ক্সবাদী বিজ্ঞান।

এই বিজ্ঞান যদি শ্রমজীবী জনগণ একবার আয়ত্ত করতে পারে, তা হলে তারা সত্য জেনে ফেলবে, সমাজকে পরিবর্তন করবার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাবে। তখন তাদের সংগ্রামকে আর কামান-বন্দুক দিয়ে শেষ করে দেওয়া যাবে না। তাই দেখবেন, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী লড়াইয়ের বিরুদ্ধে কামান-বন্দুক নিয়ে যতই আসুক, ক্রমাগত যে জিনিসের উপর তারা তাদের প্রধান আক্রমণ চালায়, তা হল, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ। বুর্জোয়াদের এই আক্রমণের কৌশল হচ্ছে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করে দাও, বিপথগামী করে দাও, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নামেই এমন সব জিনিস চালাতে থাকো যাতে আসল বিজ্ঞানটা চাপা পড়ে যায়, মার্ক্সবাদের মূল ধ্যানধারণা এবং তার মর্মবস্তুটি চাপা পড়ে যায়। ওরা দেখছে, ক্রমাগত মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রভাব বাড়ছে। এটা হবেই। কারণ, মানুষের মধ্যে মুক্তির যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা, সেটাই তাকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি টেনে নিয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই মার্ক্সবাদী বিজ্ঞান
১৬ নভেম্বর, ১৯৭১-এর ভাষণ

আসামে মুকুন্দ কাকতি হাসপাতালে পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি আদায়

নলবাড়ি শহর সহ জেলার লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য শহিদ মুকুন্দ কাকতি সিভিল হাসপাতালকে অবিলম্বে আগের মতো ২৩৫ শয্যার হাসপাতালে রূপান্তরিত করে

পরিষেবা চালুর পাশাপাশি অসামরিক মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে গত দু'বছর ধরে আন্দোলন চালাচ্ছে শহিদ মুকুন্দ কাকতি অসামরিক চিকিৎসালয় সুরক্ষা সমিতি। ১৯ মার্চ সমিতির সাথে নলবাড়ির বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবরুয়ার বৈঠক হয়। বৈঠকে সভাপতি ডঃ নারায়ণ চন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র কুমার জৈন, উপসভাপতি জ্ঞানেন চক্রবর্তী, সহ সম্পাদক মুনীন্দ্র দলে, দিব্যজ্যোতি হালৈ, কার্যকরী সদস্য কুশল পেগু এবং মালতী বসুমাতারী। মন্ত্রী অবিলম্বে ১১০টি শয্যার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন। শয্যার সাথে সঙ্গতি রেখে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ বৃদ্ধিরও আশ্বাস দেন। আন্দোলনের এই জয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া নলবাড়ি জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলার জনসাধারণকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান সমিতির নেতৃবৃন্দ।

মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় ছাত্রী নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল, ছাত্র সংসদ নির্বাচন, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ সহ নানা দাবিতে পুরুলিয়ায় এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ১৯ মার্চ

ধারাবাহিক আন্দোলনে জয় ছিনিয়ে এনেছে কর্মবন্ধু সংগঠন

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিসে প্রায় কুড়ি হাজার ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার (কর্মবন্ধু) কর্মরত আছেন। তাঁরা বহু বঞ্চনার শিকার। পেনশন, পি এফ তো দূরের কথা, উপযুক্ত বেতনও পান না।

এঁদের ব্যথা বেদনার পাশে দাঁড়ায় সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি। তৈরি হয় সারা বাংলা ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার (কর্মবন্ধু) কর্মচারী সমন্বয় সমিতি। ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে সময়ে সময়ে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। তা সত্ত্বেও সব দপ্তরে বেতনও দেয় না। একমাত্র ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে আন্দোলনের ধারাবাহিক চাপে অর্থ দপ্তর বেতন বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয় এবং তার পরে অর্থ দপ্তরের আদেশে প্রত্যেক কর্মবন্ধুর বেতন ৩০০০ টাকা থেকে বেড়ে ৫০০০ টাকা হয়েছে। এ ছাড়াও ইতিপূর্বে বেশিরভাগ জেলায় ভূমিসংস্কার দপ্তরের কর্মীদের ১৯৯৯ সাল থেকে লক্ষাধিক টাকা বকেয়া ও ৩০০০ টাকা বোনাস দিতে বাধ্য হয়েছে। এগুলি আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য জয়।

শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের আদেশ কার্যকর করার দাবিতে ১৬ মার্চ কলকাতার ভারত সভা হলে এই সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সমরেন্দ্র নাথ মাঝি। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিমল জানা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক রাধারমণ দত্ত এবং এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনিন্দ্য রায়চৌধুরী। সম্মেলনে নিখিল বেরাকে সভাপতি, প্রভাত পণ্ডিতকে সম্পাদক এবং সুনির্মল দাসকে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

ছাত্রীদের নিরাপত্তার দাবিতে থানায় ডেপুটেশন

উত্তর কলকাতার ডাফ গার্লস হাইস্কুলে গত ২০ মার্চ ক্লাস চলাকালীন, কর্মরত কয়েকজন মিস্ত্রি এক ছাত্রীর সাথে অশালীন আচরণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়ে অভিভাবক সহ এলাকার সাধারণ মানুষ স্কুলের গেটে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত এবং যুক্ত সমস্ত দোষীর শাস্তির দাবিতে ওই দিনই এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড নির্মল দুয়ারীর নেতৃত্বে শ্যামপুকুর থানায় বিক্ষোভ দেখিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত হন এআইডিএসও-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মিজানুর রহমান।

মালদায় যুবদের আলোচনা সভা

মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার যুবকর্মীদের নিয়ে মালদার গাজোলে এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে কমরেড প্রভাস ঘোষের 'সামাজিক আন্দোলনে যুব সমাজের ভূমিকা' পুস্তিকাটির উপর আলোচনা সভা হয়। আলোচক ছিলেন এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস অশোক মাইতি, সুশান্ত ঢালী, সুজয় লোধ।

দখল রুখতে কোলাঘাটে মিছিল

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের দেনানে রূপনারায়ণ নদীবাঁধ সংলগ্ন চর দখল করে দেনানের কয়েকজন ব্যক্তির বেআইনি নির্মাণকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ১৭ মার্চ জেলাশাসক, তমলুকের মহকুমা শাসক, কোলাঘাট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এসডিও-কে অভিযোগ জানানো হয়।

পাঁশকুড়া সেচ দপ্তরে স্মারকলিপি

বর্ষার আগেই নিউ কাঁসাইয়ের ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধ নির্মাণ, পাঁশকুড়া স্টেশন বাজার সংলগ্ন এলাকার সুষ্ঠু জলনিকাশি সমস্যার সমাধান, জয়গোপাল সহ সোয়াদিঘি খালের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, গোবিন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন মৌজাগুলির জলনিকাশি সমস্যা সমাধানে নাসা খাল, বেহুলা নদী সংস্কার প্রভৃতি দাবিতে ১৩ মার্চ পাঁশকুড়া বন্যা প্রতিরোধ ও খাল সংস্কার সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে পাঁশকুড়ার-১ ও ২ সাব ডিভিশনের এসডিও-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন আধিকারিকেরা।

মগরাহাটে নাগরিক কনভেনশন

মাদক দ্রব্যের প্রসার, অপসংস্কৃতি, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও এলাকার ঐক্য-সম্প্রীতি সুদৃঢ় করার দাবিতে ২০ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণায়

মগরাহাটের মুলটি অঞ্চলের বড়ত বাজারে একটি নাগরিক কনভেনশন হয়।

সভাপতিত্ব করেন জলধর হালদার। প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই এম এস এস-এর রাজ্য কমিটির সদস্য মানসী রায়। বক্তব্য রাখেন বিদ্যুৎ আন্দোলনের নেতা আসলাম শেখ, চক ঈশ্বরী মদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা তারক মণ্ডল, যুব আন্দোলনের নেতা দয়াল সরদার প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট ব্লকের প্রাক্তন সহ সভাপতি তপন নস্কর, বিশিষ্ট শিক্ষক লক্ষ্মণ মণ্ডল, নানা সামাজিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শাহিদুল ইসলাম। 'পথের দাবি' সামাজিক সংগঠনের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। আগামী দিনে এলাকায় মাদক দ্রব্য, অপসংস্কৃতি, নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কনভেনশন থেকে প্রসেনজিৎ নস্করকে সভাপতি ও পিন্টু নস্করকে সম্পাদক করে ৩০ সদস্যের 'মুলটি অঞ্চল নাগরিক মঞ্চ' গঠিত হয়।

বিপ্লবী শিল্পী হিসাবে গড়ে উঠতে হলে শোষিত শ্রেণির বেদনাকে অন্তরে অনুভব করতে হবে

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মীদের কর্মশালায় কমরেড প্রভাস ঘোষের বার্তা

প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (পিসিএআই) আয়োজিত জয়নগরের সর্বভারতীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মীদের উদ্দেশে এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৭ মার্চ এই বার্তাটি পাঠান ঃ

আমি কমরেড প্রতাপ সামলকে কথা দিয়েছিলাম যে, আপনাদের শেষ দিনের অধিবেশনে আমি উপস্থিত থাকব। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তারদের নিষেধ মানতে হচ্ছে। আমি যেতে পারলাম না, এটা আমার কাছে খুবই বেদনার।

ঘাটশিলায় আপনাদের বিগত অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা সম্পর্কে আমার যা উপলব্ধি, তার ভিত্তিতে আমি সেখানে শিল্পের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি, বিবর্তন এবং আজকের দিনে তার প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। সম্ভবত আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ সেগুলি জেনেছেন, আমি এখন সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে চাইছি না। আজ আমি আপনাদের সামনে বিবেচনার জন্য কতগুলো বিষয় রাখব।

আপনারা জানেন, একটা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যেখানে পরস্পর বিরোধী শ্রেণির মধ্যে অনিরসীয় দ্বন্দ্ব কাজ করে, সেখানে কেউই এমনকি শিল্প বা শিল্পী কেউই এর ঊর্ধ্বে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে থাকতে পারেন না। এ রকম একটা সমাজে সকলেই, না জেনে হোক বা জেনে হোক, হয় শোষক শ্রেণি না হয় শোষিত শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে চলেন। সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার সময় থেকেই এটা শুরু হয়েছে। অতীতের সমস্ত সামাজিক আন্দোলনেই শিল্প এবং শিল্পীরা এই ভূমিকা পালন করেছেন, সামাজিক আন্দোলনের সাথে শিল্প সবসময় অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হয়ে থেকেছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে আপনারা দেখবেন, ধর্মের যখন প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল, সেই সময়ের ধর্মীয় আন্দোলনেও শিল্প ভূমিকা পালন করেছে এবং বিকশিত হয়েছে। এর পরে ইউরোপে যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নবজাগরণের সূচনা হল, সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের সেই পর্বেও শিল্প তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেও বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

জয়নগরের শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে প্রতিনিধিদের একাংশ

একই ভাবে সোভিয়েত এবং চিনের মহান সর্বহারা বিপ্লবের ক্ষেত্রেও শিল্প এবং শিল্পীরা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছেন। সুতরাং 'শিল্পের জন্যই শিল্প', 'শিল্প শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য' অথবা সস্তা জনপ্রিয়তার পেছনে ছোটা, নাম-যশ-অর্থ রোজগারই শিল্পীর সাফল্য— এ সবই ভ্রান্ত, লোক ঠকানো, প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণা, সমাজ প্রগতির প্রতিবন্ধক। এ সব জিনিস শিল্প এবং শিল্পী উভয়ের বিকাশকেই ব্যাহত করে।

আমাদের দেশে যখন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ শাসন করছে, সেই সময় দেশের মধ্যে নবজাগরণ আন্দোলন এবং তার ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন সেই সময় শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে এবং শিল্পের বিভিন্ন শাখায়— যেমন কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, নাটক, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্য— এই সমস্ত ক্ষেত্রে একের পর এক উজ্জ্বল প্রতিভার জন্ম দিয়েছে। সেই সময় শিল্পীদের একটা অংশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অবিভক্ত সিপিআইতে যোগ দেন, যে দলটি প্রকৃত কমিউনিস্ট দল ছিল না। ফলে এই শিল্পীদের যথার্থ বিপ্লবী মতাদর্শের সন্ধান দেওয়া এবং সঠিক পথনির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়। যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবাহে থেকে এই শিল্পীরা যথেষ্ট ক্ষমতা-যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু একটা সময় তাঁদের বেশিরভাগই ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার তৈরি করা এবং নাম-যশ-অর্থ রোজগারের আকর্ষণে চলে যান, কেউ কেউ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৮ সালে, যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে। একটা বন্ধ্যা সময় শুরু হয়েছে এবং সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে। আমাদের পার্টি সেই সময় একটা সাংস্কৃতিক ইউনিট গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু যোগ্য সংগঠকের অভাবে সেটা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আজও সেই সময়ের কয়েকজন সৎ ও একনিষ্ঠ কর্মী আছেন, কিন্তু তাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন এবং শারীরিকভাবেও অক্ষম। যথেষ্ট আশা নিয়ে তাঁরা আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, আপনাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

কমরেড, আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, মুমূর্ষু পুঁজিবাদের এই বিষাক্ত পচাগলা পরিবেশে যখন আত্মকেন্দ্রিকতা, নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, যৌন বিকৃতি গোটা সমাজকে ছেয়ে ফেলছে তখন বিপ্লবের পরিপূরক শিল্প সৃষ্টি করা এবং নিজেদের বিপ্লবী শিল্পী হিসাবে গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আবার এটাই এই সময়ের আহ্বান, অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে একনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করা, চর্চা করা এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়েই একমাত্র এটা করা সম্ভব। আর এই মহান আদর্শকে জীবনে প্রয়োগ করতে হলে আপনাদের শোষিত শ্রেণির দুঃখ-বেদনাকে অন্তরে অনুভব করতে হবে, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হবে এবং সমস্ত শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে।

সাতের পাতায় দেখুন

শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সর্বভারতীয় শিবির জয়নগরে

এ দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে তৈরি হয়েছে সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া বা পিসিএআই। ইতিমধ্যেই দেশের নানা প্রান্তে এই সংগঠনের উদ্যোগে নাটক, গান, চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পী এবং চলচ্চিত্রকারদের বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়ে উঠছে। দেশের নানা প্রান্তে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট এই শিল্পীদের মধ্যে আদানপ্রদান, মতবিনিময়, এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনে পিসিএআই-এর উদ্যোগে ১৫-১৭ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুর শহরে অনুষ্ঠিত হল এক সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক শিবির। দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় দুশো জন শিল্পী এই

বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রতাপ সামল। উপস্থিত আছেন এসইউসিআই(সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু ও কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরের শুরুতে বক্তব্য রাখেন পিসিএআই-এর আহ্বায়ক প্রতাপ সামল ও এসইউসিআই(সি)-র পলিটবুরো সদস্য সৌমেন বসু। সঙ্গীত, নাটক, চিত্রশিল্প ও চলচ্চিত্র নির্মাণ— শিল্পকলার এই চারটি ক্ষেত্রকে বেছে নিয়ে চারটি আলাদা আলাদা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যেক দিন ভোরে উঠে এক ঘণ্টা ধরে গায়করা সুরসাধনা করেছেন, নাট্যশিল্পীরা নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক ব্যায়াম করেছেন, শিল্পীরা এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে ছবির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন, ফিল্ম নির্মাতারা ছবি তুলেছেন। এ ছাড়া মানুষের জীবনসংগ্রামকে উপজীব্য করে উচ্চমানের শিল্প কীভাবে সৃষ্টি করা যায়, মানুষের মনের সংবেদনশীলতা কীভাবে উদ্দীপিত করা যায়, উন্নত রুচিবোধের কীভাবে জন্ম দেওয়া যায়— এ সব বিষয়েও আলাপ আলোচনা মতবিনিময় হয়েছে। কর্মশালার শেষ অধিবেশনে সর্বহারার মহান নেতা পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিজেদের জীবনবোধ গড়ে তোলার বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

১৭ মার্চ প্রকাশ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদন বা টাউন হলে। সকালে হলের প্রাঙ্গণে এক শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কেরালা থেকে আগত সুধীর কুমার। তারপর প্রতাপ সামল ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, জয়নগরের কৃতী সন্তান শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। শিবিরে যোগদানকারী শিল্পীদের উদ্দেশে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের লিখিত বার্তা পড়ে শোনান তিনি।

এরপর প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী গণেশ হালুইয়ের অত্যন্ত মূল্যবান একটি ভিডিও বার্তা উপস্থিত দর্শকবৃন্দের কাছে পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে ওড়িশা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, আসাম, কেরালার শিল্পীরা নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী রঞ্জন প্রসাদ গান সহযোগে লোকসঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা রাখেন। চলচ্চিত্র নির্মাণ টিমের সদস্যরা এই কর্মশালার ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন।

শিবির শেষে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শিল্পীরা গভীর আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে এ দেশের বুকে উন্নত রুচি-সংস্কৃতির ভিত্তিতে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠছে তাকে আরও উন্নততর, শক্তিশালী এবং ব্যাপকতর রূপ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে ফিরে যান।

পাঠকের মতামত

বিপজ্জনক !

সম্প্রতি এক সাংগঠনিক সভায় বিজেপি এবং বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো সংগঠনগুলি রাজ্যের পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বলে বর্ণনা করে হিন্দুত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

প্রশ্ন হল, এই সংগঠনগুলি কী অর্থে রাজ্যের পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বলে মনে করছে? তা কি এই যে, একদিকে প্রশাসন ও সমাজের স্তরে স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি, অন্য দিকে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধি রাজ্যের পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলেছে? না, আলোচনায় এই সব বিষয় উঠে এসেছে বলে জানা যায়নি। তবে কি হিন্দুত্বের প্রচারের অভাবকেই এই সংগঠনগুলি রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য দায়ী বলে মনে করে? বাস্তবে হিন্দুত্বের প্রচার হওয়া না হওয়ার সঙ্গে কি এই পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে? পরিস্থিতি যদি সত্যিই তারা বদলাতে চায় তবে তো এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে, পুলিশের দলদাস আচরণের বিরুদ্ধে, শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যাপক ব্যয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, রাজ্যে কর্মসংস্থানের যে ব্যাপক ভাটা চলছে তার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করা দরকার। সরকারকে বাধ্য করা দরকার এ সব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। সেটা কি তারা করতে চায়? না হলে এই পরিস্থিতি কী ভাবে বদলাবে? অবশ্য তারা যে রাজ্যগুলিতে ক্ষমতায় রয়েছে সেখানকার পরিস্থিতিও অন্য রকম কিছু নয়।

আর যদি তারা হিন্দুত্বের প্রচারকেই একমাত্র পরিস্থিতি বদলানোর উপায় বলে মনে করে থাকে তবে তা রাজ্যে আরও এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করবে। তাদের হিন্দুত্বের প্রচার মানে তো রাজ্যে মুসলিম বিদ্বেষকে বাড়িয়ে তোলা, যা ইতিহাস নয় তাকে ইতিহাস বলে প্রচার করা, কে কী খাবে তা সংগঠনের পক্ষ থেকে ঠিক করে দেওয়া, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে স্বাভাবিক অংশগ্রহণ, তা বন্ধকরার ফতোয়া জারি করা। এর দ্বারা রাজ্যে দীর্ঘ সংগ্রামে যে সম্প্রীতির পরিবেশটি গড়ে উঠেছে তা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা গণতান্ত্রিক পরিবেশ যতটুকু রয়েছে সেটুকুও নষ্ট হবে। রাজ্যে দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি হবে।

শোষিত মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের যে লড়াই তা পিছনে চলে যাবে। বিজেপির এই প্রচারকে মোকাবিলা করার নামে তৃণমূলও নিজেকে বড় হিন্দু প্রমাণ করতে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেবে। অন্য দিকে বিজেপির হিন্দুত্বের প্রচারকে দেখিয়ে তৃণমূল মুসলিমদের ত্রাতা সাজার চেষ্টা করবে। যা রাজ্যের মানুষ মুখ্যমন্ত্রী থেকে নানা স্তরের তৃণমূল নেতাদের বক্তব্যে শোনা যাচ্ছে। এই ভাবে হিন্দুত্বের প্রচারের দ্বারা মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি হয়তো লাভবান হবে কিন্তু রাজ্যের জনগণের কী লাভ হবে? তাদের তো দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হয়ে যাবে। বিজেপি হয়তো ভেবেছে যে এ রাজ্যে এটিই তাদের সংগঠন বৃদ্ধির সহজ রাস্তা। কিন্তু এ তো অত্যন্ত বিপদজনক রাস্তা।

রাজ্যে যতটুকু সুস্থ সামাজিক পরিবেশ রয়েছে তাকে বিদ্বেষ বিষ ছড়িয়ে আরও অসুস্থ, অশান্ত করে তোলা। কোনও সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, তা তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন, এ জিনিস চাইবেন না। তাই বিজেপি আরএসএসের এই হিন্দুত্ব প্রচারের কর্মসূচির সম্পর্কে গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন ও শুভবুদ্ধির প্রতিটি মানুষের সচেতন থাকাই শুধু নয়, স্পষ্ট বিরোধিতায় এগিয়ে আসা দরকার।

মানব মিত্র
কলকাতা-৯৯

২৬ দিনের লড়াইয়ে দাবি আদায় সোনারপুরের বস্ত্র কারখানায়

কলকাতার উপকণ্ঠে সোনারপুরে এক্সোডাস বস্ত্র কারখানার মহিলা শ্রমিকদের উপর মালিক পক্ষের নির্মম শোষণের কাহিনী অনেকেই জানেন না। সম্প্রতি তাঁরা ২৬ দিনের অবস্থান আন্দোলন চালিয়ে আদায় করেছেন কিছু দাবি। ৭০০ টাকা বেতন বেড়েছে। কর্তৃপক্ষ কথা দিয়েছে পি এফ কমানো হবে না।

এই কারখানায় বেশির ভাগ শ্রমিক মহিলা। তাদের বলা হয়, বাড়ি থেকে বাথরুম সেরে কারখানায় আসতে। না হলে সময় নষ্ট হবে, প্রোডাকশন কমে যাবে। এক একটা লাইনে ৩২ জন করে মেয়ে কাজ করে। একটা সময়ে লাইনে টয়লেট কার্ড চালু করেছিল কোম্পানি। কার্ড নিয়ে কোনও মেয়ে টয়লেটে গেলে সে না ফেরা অবধি অন্য কেউ টয়লেটে যেতে পারবে না। দুপুরে লাঞ্চের সময় ৩০ মিনিট। ওই সময়ের মধ্যে বিশ্রাম, খাওয়া শেষ করে ফেরা যায় না। ১৫ মিনিটে কোনও রকমে নাকে-মুখে খাবার গুঁজে আবার প্রোডাকশন ফ্লোরে ফিরতে হয় টার্গেট পূরণের জন্য। সাড়ে ৮ ঘণ্টা ধরে অমানুষিক টার্গেট পূরণ করার পেছনে ছুটতে হয়। টিম লিডার এসে প্রত্যেক ১৫ মিনিটে পিস গুণে যায়। প্রতি ১৫ মিনিটের টার্গেট গত পাঁচ বছরে চারগুণ বেড়ে গেছে। লাঞ্চের সময় বাদ দিয়ে সারাদিনে খিদে পেলে কিছু খাওয়ারও পারমিশন নেই। কেউ বাড়ি থেকে মুড়ি চানাচুর নিয়ে গেলে এইচ আর ম্যানেজার ডেকে বলেন, পরের দিন ধরা পড়লে খাবার নিয়ে নেওয়া হবে। কোনও দিন টার্গেট পূরণ না করতে পারলে অতিরিক্ত সময় কারখানায় থেকে টার্গেট পূরণ করে তবে কারখানা থেকে বেরোনো যায়। অভয়ার ধর্ষণ ও মৃত্যুর খবর শুনে কারখানার মেয়েরা একদিন কাজ বন্ধ রেখে মিছিল করে। সেই একদিনের প্রোডাকশনও পরে অতিরিক্ত কাজ করে উসুল করে দিতে হয়েছে।

পার্মানেন্ট কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও কর্মীদের কোনও সিএল নেই। ইএল বা আর্নড লিভ থাকলেও তার হিসেব নানা সময় নানাভাবে বোঝানো হয়। অনুপস্থিত থাকলে একেক সময় একেক হিসেব দেখিয়ে ইএল কেটে নেওয়া হয়। কোম্পানি তিন জায়গায় প্ল্যান্ট চালায়, মাল রপ্তানি করে। অথচ শ্রমিকদের উপর আক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। টার্গেটের চাপে শ্রমিকদের নিংড়ে নেয় কোম্পানি। আর অন্য দিকে প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত করে। প্রায় ৫ বছরেরও বেশি সময় বেতন থেকে শ্রমিকের অংশের টাকা কেটে নিলেও সেই টাকা পিএফ অ্যাকাউন্টে কোম্পানি পুরোপুরি জমা দেয়নি। কোম্পানির ভাগের টাকাও জমা করেনি। ২০২২ সালে শ্রমিকরা বকেয়া পিএফ-এর দাবিতে আন্দোলন করে। ২০২৪ সালের মে মাসে মালিক লিখিত চুক্তি করে জানায় যে বকেয়া পিএফ-এর টাকা ডিসেম্বর '২৪-এর মধ্যে জমা করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। নতুন শ্রমিকদের বলে দেওয়া হচ্ছে যে তারা কোনও ইএসআই, পিএফ পাবে না। শ্রমিকদের বেসিক পে-ও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে পিএফ কমে যায়। শ্রমিকদের নিয়ে কথা বলতে চাইলেও মালিক শ্রমিকদের সাথে কোনও রকম আলোচনা না করে ২১ ফেব্রুয়ারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নোটিশ টাঙিয়ে কোম্পানি বন্ধ করে দেয়।

এর প্রতিবাদেই কারখানা গেটে লাগাতার অবস্থানে বসেন মহিলা শ্রমিকরা। তাঁদের দাবি— সমস্ত বকেয়া পিএফ এর টাকা জমা করতে হবে, বেসিক পে কোনও মতেই কমানো যাবে না, যে কর্মচারীরা ৫ বছর বা তার অতিরিক্ত সময় কাজ করে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন তাঁদের গ্র্যাচুইটি দিতে হবে।

২২ ফেব্রুয়ারি থেকে কারখানার গেটে অবস্থান শুরু করেন মহিলারা। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কথা শুনতে টালবাহানা করতে থাকে। ফলে শ্রমিকরা আন্দোলনে অটল থাকেন। এই আন্দোলনের খবর বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলিতে গুরুত্ব সহ প্রকাশিত হয়নি। আরবান আশা ওয়ার্কারদের পক্ষ থেকে তিন জনের প্রতিনিধি দল ১৭ মার্চ এঁদের প্রতি সংহতি জানান। এঁদের পক্ষে রুনা পুরকায়েত আন্দোলনের পাশে থাকার বার্তা দেন। আন্দোলন উল্লেখযোগ্য জয় অর্জন করেছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে লংঘন করা মালিক শ্রেণির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কারখানাতেও তার নজির রয়েছে। ফলে আন্দোলনের চাপ জারি রাখা জরুরি।

একের পর এক আত্মহত্যা গভীর সামাজিক অসুখের লক্ষণ

ট্যাংরা, বেহালা, মধ্যমগ্রাম, হালতু— দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই কোথায় নয়! গোটা পরিবারের একত্রে আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কোথাও মা-মেয়ের, কোথাও বাবা-ছেলের দড়িতে ঝুলে আত্মহত্যা, কোথাও গোটা পরিবারের সব সদস্যের আত্মহত্যা বা একত্রে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত— একের পর এক ঘটনায় মানুষের বিপন্নতা ফুটে উঠছে। পরিবারের বাকি সদস্যরা তো বটেই, সংবাদমাধ্যমে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে যে কোনও সংবেদনশীল মানুষ বাক্যহারা হয়ে যাচ্ছেন। এ শুধু এক বা একাধিক পরিবারে বিপর্যয় তৈরি করছে তাই নয়, সমাজমননে প্রচণ্ড উদ্বেগ ও আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে— এই পরিণতি কি ঘটতেই থাকবে?

আপাত অর্থে এর কারণ পারিবারিক অশান্তি, আর্থিক অসচ্ছলতা, প্রচুর দেনা, সন্তানের অসুখ নিয়ে দুশ্চিন্তা হলেও এর উৎস সমাজের অনেক গভীরে। কাজের অনিশ্চয়তা, স্বল্প রোজগার, জীবনধারণের ব্যয়বৃদ্ধিতে নিরুপায় অবস্থা বহু পরিবারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তুলনায় সচ্ছল পরিবারেও সংকট কম নয়। একদিকে ছোট ব্যবসা, ছোট শিল্পে সংকট থেকে বাড়ছে ঋণের বোঝা। আবার কোনও ক্ষেত্রে ভোগবাদের শিকার হয়ে সাধ্যের বাইরে বিলাসবহুল জীবন কাটানোর জন্য প্রচুর ধার-দেনার ফাঁদে পা দিচ্ছেন অনেকে। শোধের উপায় খুঁজে না পেয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা।

এই সমাজের সবচেয়ে বড় অসুখ হল আত্মকেন্দ্রিকতা, নিজেকে নিয়ে থাকা। আজকের সমাজ মানে সংকটগ্রস্ত বুর্জোয়া সমাজ। এর সংকটের প্রভাবে আত্মীয়-পরিজন-প্রতিবেশী তো অনেক দূরের বিষয়, নিজের পরিবারের সদস্যরাও কেউ কারও নয়! এই ব্যবস্থা প্রত্যেকটি মানুষকে প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলতে চায়। ফলে একের দুঃখ অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ হচ্ছে না, মনে লালন করা ভাবনা, দুঃখ-যন্ত্রণার বিনিময় হচ্ছে না কারও সঙ্গে। শরীরে-মনে জর্জরিত হয়ে সমস্যা সমাধানের কোনও পথ না পেয়ে একদিন সেই যন্ত্রণার দুঃখজনক পরিণতি ঘটছে। বাস্তবে মানুষে মানুষে আজ মনের দূরত্ব এতটাই যে, মর্মান্তিক কোনও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর নিকটাত্মীয় বা পাশের বাড়ির বাসিন্দারা হয়ত সেই পরিবারগুলি সম্পর্কে জানতে পারছেন।

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই একাকীত্ব, অসহায়তা। পুঁজিবাদের সার্বিক সংকটের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই সামাজিক অসুখ। সমাজ অভ্যন্তরে এমন পরিবেশ যদি থাকত, যে এই অসহায় দুঃখী মানুষগুলি কারোর কাছে মন খুলে কথা বলতে পারত, একে অপরকে বুঝতে পারত, অন্যের সমব্যথী হয়ে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হত, যদি কোনও উপায় বের করা না-ও যেত, তা হলেও মন কিছুটা হালকা হত, একা এই ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হত না। তা হলে হয়ত এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার সংখ্যা কিছুটা হলেও কম হত। অসহ ঋণের বোঝা হালকা করে বা পরিজনের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় সুলভ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বাঁচার উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারত প্রশাসন, সরকার— সেটাও অনুপস্থিত।

ফলে সামাজিক এই সংকটকে মোকাবিলা করতে হলে একদিকে দরকার মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সংযোগ, অন্যদিকে দরকার রোজগারহীন বা ঋণগ্রস্ত এই অসহায় পরিবারগুলির সাহায্যে সরকারের এগিয়ে আসা। সর্বোপরি যে সমাজ এই অসুস্থ মানসিকতার জন্ম দিচ্ছে, দরকার তার পাল্টা সুস্থ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা, যেখানে ব্যক্তিগত চিন্তার বাইরে সমষ্টিগত ভাল-মন্দও মানুষকে ভাবাবে। 'সকলে আমরা সকলের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এই প্রবাদবাক্যটি কিছুটা হলেও বাস্তবে রূপ পাবে। না হলে এই মর্মান্তিক ঘটনার সংখ্যা আরও বাড়বে বৈ কমবে না।

গাজায় গণহত্যার নিন্দায় দক্ষিণ এশিয়ার ২৫টি ছাত্র সংগঠন

ইজরায়েল যুদ্ধ বিরোধী চুক্তি একতরফা যে ভাবে লংঘন করেছে তার তীব্র নিন্দা করেছে দক্ষিণ এশিয়ার ২৫টি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন। এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়েক জানান, ভারতের পাঁচটি সংগঠন এআইডিএসও, এআইএসএ, এআইএসবি, এআইএসএফ, পিএসইউ এবং বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি ২৩ মার্চ যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, সব দেশের সরকার যাতে এই বর্বর হামলার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তার জন্য নিজ দেশের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা আজ সব দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য।

গাজায় হত্যালীলা

একের পাতার পর

উদ্বাস্তু হতে হয়েছে ২ কোটি ৩০ লক্ষ প্যালেস্টিনীয়কে। খাবার, পানীয় জল, জ্বালানি, ওষুধের অভাবে প্রবল ভাবে বিপর্যস্ত প্যালেস্টাইনের আরব অধিবাসীদের জীবন। গাজা ভূখণ্ড ধ্বংসের যত অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, ততই ফুলে ফেঁপে উঠছে লকহিড মার্টিন, রেথিয়নের মতো অস্ত্র উৎপাদনকারী মার্কিন একচেটিয়া কোম্পানিগুলির মুনাফার ভাণ্ডার, চড়ছে তাদের শেয়ারের দাম।

স্বাধীনতাকামী প্যালেস্টিনীয়দের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে ইজরায়েলের বর্বর হামলার বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে, এমনকি খোদ ইজরায়েল ও আমেরিকার ভিতরে শান্তিকামী মানুষ বিক্ষোভ ফেটে পড়লে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইজরায়েল গত ১৯ জানুয়ারি থেকে যুদ্ধবিরতিতে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধবিরতির এই চুক্তিতে তিনটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছিল। কথা ছিল ইজরায়েলের হাতে বন্দি প্যালেস্টিনীয়দের মুক্তির বিনিময়ে প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের সংগঠন 'হামাস' মুক্ত করে দেবে বন্দি ইজরায়েলিদের। আরও কথা ছিল, কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় ধীরে ধীরে এই হানাহানিকে বন্ধের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। ১ মার্চ যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায় শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হওয়ার কথা ছিল বেশ কয়েক সপ্তাহ আগেই। সেই আলোচনায় বসেনি ইজরায়েল। তার বদলে ২ মার্চ থেকেই প্যালেস্টাইনে সমস্ত রকম ত্রাণ, জ্বালানি সহ মানবিক সাহায্য ঢোকার পথ বন্ধ করে দেয় তারা। ১৮ মার্চ থেকে ইজরায়েল নতুন করে হামলা শুরু করে গাজার উপর।

উল্লেখ করা দরকার, যে হামাস-এর সশস্ত্র যোদ্ধাদের নিকেশ করার নাম করে প্যালেস্টাইনে হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল, সেই হামাস সংগঠনটি তৈরি হয়েছিল আন্তর্জাতিক আইনকানুনকে দু'পায়ে মাড়িয়ে প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের বর্বর হানাদারি ও আগ্রাসন রোখার উদ্দেশ্যেই। এটাও উল্লেখ্য, দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হয়, ইজরায়েল লিখিত ভাবে স্বীকার করতে রাজি হয়নি যে, বিরতির প্রথম পর্যায় শেষ হলে তারা নতুন করে আর যুদ্ধ শুরু করবে না। কিন্তু, ইজরায়েল আবার প্যালেস্টাইনে গণহত্যা শুরু করবে না— মধ্যস্থতাকারী মিশর, কাতার ও আমেরিকার এই মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রেখে হামাস যুদ্ধবিরতির শর্তে রাজি হয়েছিল। বিশ্ববাসী দেখতে পাচ্ছে, ইজরায়েল সেই প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ লংঘন করেছে শুধু তাই নয়, সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এক ভিডিও বিবৃতিতে হুমকি দিয়ে বলেছেন— 'এ তো সবে শুরু! বন্দুকের নলেই হামাসের সঙ্গে কথা হবে'। অন্যতম মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার মন্তব্য করেছে যে, ইজরায়েল স্পষ্টতই যুদ্ধবিরতির চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লংঘন করেছে। আরও জানা গেছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার পরেই প্যালেস্টাইনের বাসিন্দা আরব মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র রমজান মাসের মধ্যেই গাজায় এই একতরফা হামলা শুরু করেছে ইজরায়েল।

এ ভাবেই বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের চূড়ামণি আমেরিকা ও তার দোসর ইজরায়েল চূড়ান্ত অন্যায় ভাবে নারী-শিশু নির্বিশেষে প্যালেস্টাইনের আদি বাসিন্দা আরবদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় নিজেদের আধিপত্য আরও বাড়িয়ে নিতে চাইছে। সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শান্তি আন্দোলনের অনুপস্থিতির কারণেই সাম্রাজ্যবাদীরা আজ বিনা বাধায় এই পৈশাচিক বর্বরতা চালিয়ে যেতে পারছে।

ভারতের শাসকদের হাতেও কিন্তু নিহত প্যালেস্টিনীয়দের রক্ত লেগে আছে। এ দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দীর্ঘ ঐতিহ্যকে পায়ে মাড়িয়ে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার গণহত্যাকারী ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে চলেছে। ইজরায়েলের এই ভয়ঙ্কর গণহত্যার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের বদলে দেশের একচেটিয়া মালিকদের মুনাফার স্বার্থে বিপুল পরিমাণ মারণাস্ত্র জোগান দিয়ে চলেছে ইজরায়েলকে।

কাজ দেওয়ার অজুহাতে কর্মহীন ভারতীয় যুবকদের ইজরায়েলের ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে কামানের মুখে ঠেলে দিচ্ছে এই সরকার। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের দেশে দেশে প্রবল বিক্ষোভে পথে নামছেন মানুষ। ভারতের শান্তি ও গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষও সোচ্চার হয়েছেন প্রতিবাদে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে দেশের প্রান্তে প্রান্তে ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছে মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী হানাদারির বিরুদ্ধে।

রক্তে ভেজা গাজার মাটিতে শোয়ানো সারি সারি মৃতদেহ, মৃত শিশুদের ক্ষতবিক্ষত শরীর আর কোনও ক্রমে প্রাণে বেঁচে যাওয়া আহত, প্রবল আতঙ্কে কাঁপতে থাকা ফুলের মতো বাচ্চাদের অসহায় আর্ত দৃষ্টি আজ গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছে— বন্ধ করো এই পৈশাচিক বর্বরতা। তা যদি করতে হয়, তা হলে বিশ্ব জুড়ে দেশে দেশে গড়ে তুলতে হবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী গণপ্রতিরোধ। প্রতিটি দেশের সরকারকে বাধ্য করতে হবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সঙ্গে যে কোনও রকম সংস্রব সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করতে। মেহনতি মানুষকে সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত করে প্রতিটি দেশে জোরদার করতে হবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্তিকে। গড়ে তুলতে হবে বিশ্বজোড়া সংগ্রামী শান্তি আন্দোলন। এই উদ্যোগে নিজেকে শামিল করতে না পারলে মানুষ হিসাবে নিজের পরিচয় দেওয়ার অধিকার আমাদের থাকতে পারে কি?

কমরেড প্রভাস ঘোষের বার্তা

পাঁচের পাতার পর

নিজেকে বিপ্লবী শিল্পী হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলে সবার আগে ব্যক্তিবাদের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করাটা অপরিহার্য। ব্যক্তিকে যৌথ চিন্তার সাথে, বৃহত্তর স্বার্থের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে হবে। সর্বহারা সংস্কৃতির এই মান অর্জনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম প্রয়োজন। সর্বহারা শিল্প মানে শুধুমাত্র শোষিত মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা এবং শোষণের ছবি তুলে ধরা নয়, সর্বহারা শিল্প একজন ব্যক্তিমানুষের সামনে প্রকৃত মুক্তির পথনির্দেশ তুলে ধরবে।

অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এটাও মনে রাখা দরকার যে, ভক্তিগীতি, লোকগীতি, নাচ, যাত্রাপালা, কবিগান, চিত্রকলা, ভাস্কর্য কীভাবে এক সময় মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং ধর্মীয় আন্দোলনকে সাহায্য করেছে। একই ভাবে শিল্পের এই মাধ্যমগুলো স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে, যদিও বক্তব্য বিষয় তখন ভিন্ন ছিল এবং ফর্মও আগের চেয়ে উন্নত হয়েছিল। আজও এই সব শিল্পের আবেদন আছে। বিপ্লবী শিল্পীদের এগুলো চর্চা করতে হবে এবং আজকের দিনে একে আরও উন্নত, বিকশিত করার জন্য, নতুন বক্তব্য আনার জন্য এর থেকে যা যা নেওয়া প্রয়োজন সেগুলো আত্মস্থ করতে হবে।

আমি যে ভাবে বুঝি সেটা হচ্ছে, সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিল্পের বক্তব্য বিষয় পরিবর্তিত হলেও শিল্পের ফর্ম সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাল্টে যায় না, তাকে পাল্টাতে সময় লাগে দশকের পর দশক। এই সময়ে বহুদিন পর্যন্ত পুরোনো ফর্মের মধ্যে দিয়েই নতুন বিষয় আত্মপ্রকাশ করে।

শোষিত সর্বহারা শ্রেণি এবং বিপ্লবী মতাদর্শ সম্পর্কে আবেগঘন উপলব্ধি বিপ্লবী শিল্পীদের জন্য অপরিহার্য, কিন্তু শুধু সেটাই যথেষ্ট নয়। একই সাথে তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনা, সর্বোচ্চ নিষ্ঠা, অক্লান্ত চেষ্টা এবং মুক্ত মন নিয়ে পরস্পরের থেকে শিখতে হবে যাতে তাঁরা নিজেদের শৈল্পিক মানকে বিপ্লবের স্বার্থে ক্রমশ আরও উন্নত, আরও বিকশিত করতে পারেন। একমাত্র এই পথেই একজন আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারবেন এবং বিপ্লব ও সমাজের পক্ষে যথার্থ ভূমিকা নিতে পারবেন।

আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করছি।

জীবনাবসান

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কুলতলী বিধানসভার মণিরতট অঞ্চলে দলের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড রুহুল আমিন সেখ ৭ মার্চ সন্ধ্যায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

১৯৭০-এ মণিরতট সহ আশপাশের অঞ্চলের ভাগচাষি ও তেভাগা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড হাকিম সেখ তৎকালীন কংগ্রেস সরকার আশ্রিত জোতদারদের পোষা দুষ্কৃতী এবং পুলিশের আক্রমণে শহিদ হন। এই সংকটের সময়ে কমরেড হাসেম খাঁর নেতৃত্বে যে ক'জন যুবক মণিরতটে চাষি আন্দোলন গড়ে তোলা এবং এসইউসিআই(সি) দলের সংগঠনকে মজবুত করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন, কমরেড রুহুল আমিন সেখ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কংগ্রেস-জোতদারদের পোষা দুষ্কৃতী বাহিনী এবং তাদের নির্দেশে চলা পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁরা অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গরিব মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে তাঁদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তীকালে সিপিএম সরকারের আমলেও সরকারের সমস্ত জনবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি মানুষকে সংগঠিত করার জন্য উদ্যোগ নিতেন। কংগ্রেসের মতোই সিপিএমও তাদের দলীয় দুষ্কৃতী বাহিনী ও পুলিশকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ গরিব মানুষের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ নামিয়ে আনে। মণিরতট সহ আশেপাশের এস ইউ সি আই (সি) সংগঠনের ওপর তারা মারাত্মক আক্রমণ করে। খুন-জখম মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতা-কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য সিপিএম সরকার চেষ্টা করতে থাকে। এই সময়েও কমরেড রুহুল আমিন সেখ দলের সংগঠন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। অত্যন্ত বিনয়ী এই মানুষটি ছিলেন গরিব মানুষের প্রতি গভীর দরদি মনের অধিকারী। দলের রাজনীতির প্রতি তাঁর ছিল গভীর নিষ্ঠা ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য। প্রথাগত লেখাপড়া বেশি না থাকলেও দলের রাজনীতি গভীরভাবে বোঝার প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বই পড়া এবং নেতাদের কাছে বারবার প্রশ্ন করে বুঝে নেওয়ার জন্য তাঁর সর্বদা চেষ্টা থাকত।

৮ মার্চ তাঁর শেষকৃত্যের আগে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার। মাল্যদান করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও বারুইপুর জেলা সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অশোক দাস সহ অন্যান্য নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ। সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড রুহুল আমিন সেখ লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 33 Bengali Weekly March 28, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং স্মরণ

দিল্লিতে শহিদ স্মরণ

২৩ মার্চ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার মহান বিপ্লবী শহিদ ভগৎ সিং-এর ৯৫তম আত্মোৎসর্গ দিবস উপলক্ষে সারা দেশের অসংখ্য জায়গায় মর্যাদার সাথে নানা অনুষ্ঠান হয়।

কলকাতাঃ কলকাতার বেহালা পশ্চিমে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, কমসোমলের উদ্যোগে আলোচনা সভা হয় বিজি প্রেস অঞ্চলে (ছবি)। বক্তব্য রাখেন, এসইউসিআই(সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অংশুমান রায়। এআইডিওয়াইও-র কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস ও এআইএমএসএস-এর কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য কমরেড কবিতা মান্না সহ ৭০ জন ছাত্র-যুব উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্চালনা করেন, এআইডিওয়াইও কলকাতা জেলার সহ-সভাপতি কমরেড বাসুদেব প্রামাণিক।

নদিয়া ঃ ২৩ মার্চ নদিয়ার গোকুলপুর অ্যাকাডেমস বিদ্যালয়ে উদযাপিত হল বিপ্লবী ভগৎ সিং শহিদ দিবস। উপস্থিত ছিলেন বহু মিড ডে মিল কর্মী, টোটো চালক, ভ্যান চালক সহ অনেকে।

ভগৎ সিং-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন কল্যাণী ব্লকের সভাপতি ও সম্পাদক অঞ্জলি সমাদ্দার ও অঞ্জলি দাস এবং উপস্থিত অন্যরা। সঙ্গীত, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। বক্তব্য রাখেন ভবানী বিশ্বাস।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ২৩ মার্চ ভগৎ সিং অত্মোৎসর্গ দিবসে পূর্ব মেদিনীপুরের ভোগপুরে শহিদস্মৃতি ভবনের উদ্বোধন হয়। সভাপতিত্ব করেন রবীন দিন্ডা। উদ্বোধন করেন মেদিনীপুর ক্ষুদিরাম শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক অমল মাইতি। উপস্থিত ছিলেন অনুরূপা দাস, প্রণব মাইতি, নারায়ণচন্দ্র নায়ক, মধুসূদন বেরা, সুব্রত দাস, জন্মেজয় মান্না সহ বহু সাধারণ মানুষ।

মেছেদায় যুদ্ধবিরোধী মিছিল ও শিশু-কিশোর শিবির

শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর ৯৫তম আত্মোৎসর্গ দিবস উপলক্ষে ২৩ মার্চ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কিশোর সংগঠন কমসোমলের পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে মেছেদায় সারা দিনের কিশোর শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে শিবিরের সদস্যদের প্যারেড এবং ব্যান্ড প্রশিক্ষণ হয়। এরপর সাম্প্রতিক প্যালেস্টাইনের বুকে ইজরায়েলের আক্রমণে হাজার হাজার শিশু-কিশোরের মৃত্যুর প্রতিবাদে ও যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে মেছেদা বাজারে এক প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয় এবং শেষে প্রতিবাদী গান-কবিতা-বক্তব্য রাখেন শিশু-কিশোররা।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে গান, আবৃত্তি, শিশু-কিশোরদের তৈরি দেওয়াল পত্রিকার প্রতিযোগিতা হয়। ভগৎ সিং-এর জীবন এবং আজকের দিনে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনুরূপা দাস, প্রণব মাইতি প্রমুখ।

ত্রিপুরার বিজেপি সরকার বেকারদের চাকরি দেওয়ার বিষয়ে উদাসীন। বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বেকারদের নিয়োগ করছে না তারা। নতুন নিয়োগের পরীক্ষারও আয়োজন করছে না। শিক্ষা বিভাগে ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ার পর বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাবে পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে। বিদ্যালয়গুলিতে শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। ৭ মার্চ এর বিরুদ্ধে আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের গ্রেফতার করে পুলিশ। তার প্রতিবাদে এআইডিওয়াইও বিক্ষোভ দেখায় এবং বৃহত্তর আন্দোলনের কথা ঘোষণা করে।

ভগৎ সিং স্মরণে সভা

বৈষম্য ও বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান বামপন্থী ছাত্র নেতাদের

২৩ মার্চ শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং আত্মোৎসর্গ দিবস উপলক্ষে ২২ মার্চ, মহাজাতি সদন অ্যানেক্স হলে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য, এ আই এস এফ-র কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি কমরেড শুভম ব্যানার্জী, পি এস ইউ-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড নওফেল মহম্মদ সাফিউল্লা, এআইএসএ-র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য কমরেড ঋতম মাজি ও এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক।

প্রথমেই 'ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ইতিহাস ও ভগৎ সিংয়ের চিন্তা' শীর্ষক আলোচনা করেন স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদে কোনও বিরোধ নেই। আজকের উগ্র জাতীয়তাবাদীরাই এ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে 'শোষণমুক্তির সংগ্রাম ও ভগৎ সিংয়ের চিন্তা' শীর্ষক আলোচনায় ভগৎ সিংয়ের জীবন সংগ্রামের উল্লেখ করতে গিয়ে কমরেড শুভম ব্যানার্জী ভগৎ সিং-এর স্বল্প জীবনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলিকে চিহ্নিত করে বলেন, তাঁর জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকে আমাদের বামপন্থীদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। কমরেড নওফেল মহম্মদ সাফিউল্লা ভগৎ সিংয়ের জীবনের ধারাবাহিক সংগ্রামকে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সমাজমুক্তির সংগ্রামে ভগৎ সিংয়ের সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষের স্বপ্নের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করেন। কমরেড ঋতম মাজি বলেন, মানুষের জল জমি জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে যে শক্তি তাদের বিরুদ্ধে সমাজের প্রান্তিক মানুষের লড়াইকে শাসকরা কিছুতেই মাথা তুলতে দিতে চায় না। তাই তারা গরিব মানুষকে নানা অংশে বিভাজিত রাখতে চায়। যার বিরুদ্ধে পরাধীন দেশে ভগৎ সিংকেও সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক বলেন, মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন একটি ঐতিহাসিক চরিত্র আসলে একটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের ফসল। ভগৎ সিংও তাই। দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আত্মবলিদানের আকাঙ্ক্ষার সাথে সাথে ভগৎ সিং নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন শোষণ মুক্তির পরিপূরক উন্নত জ্ঞান অর্জনের সংগ্রামী সাধনায়। তার ভিত্তিতেই তিনি আসন্ন স্বাধীন দেশের শাসকের শ্রেণি চরিত্র সম্পর্কে জনগণের চেতনা অর্জনের আয়োজনে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

কমরেড পট্টনায়ক বলেন, ভগৎ সিং এর চিন্তাধারা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃত শক্তিগুলিকে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সমাজ বিপ্লবের জন্য লড়তেই হবে। অর্থনৈতিক সমতা অর্জন না করতে পারলে জাতি বর্ণগত সমতা সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবিগুলিও অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই এই যুগে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো যদি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হয়, তাহলে তা শাসকের রাজনীতিকেই পুষ্ট করে।

সভার সঞ্চালক এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় বাম গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান রাখেন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com